দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ......

DEC 05 2002

অছাত্রের হাতে রাবি ছাত্রদলের নেতৃত্ব ॥ অসন্তোষ

ফুলের মালা দিয়ে নতুন কমিটিকে বরণ করলো শিবির

জামিউল আহসান সিপন, রাবি থেকে

অবশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নেতৃত্ব অছাত্রের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। রবিবার কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে দিনব্যাপী সম্মেলনে কমিটি ঘোষণা না করতে পেরে সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রাজশাহী সার্কিট হাউসে গিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু করেন। সম্মেলন স্থানান্তরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভাপতি প্রার্থী দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি, ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে। এর পর গভীর রাতে সার্কিট হাউসে বিপুলসংখ্যক সেনা ও পুলিশ সদস্যের কড়া নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নতুন কমিটির সভাপতি হিসাবে আহমেদ মুঈদ শিমুল ও সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান লিখনের নাম ঘোষণা করেন। এদিকে শিমুল ও লিখন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হওয়ায় ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছে। সোমবার দুপুরে ছাত্রদলের দলীয় টেন্টে শিবির নেতৃবৃন্দ ছাত্রদল সভাপতি শিমুলকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে। এ ঘটনায় দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে বিবদমান গ্রুপিং আরও চরম আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে গভীর রাতে সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত নতুন কমিটির নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক ভোট কারচুপি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদলের দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ঢাকা থেকে আগত স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান, সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলমসহ ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি 'সিলেকশন' করার ঘোষণা দিলে দলীয় নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ জানায় এবং নির্বাচন দেয়ার দাবি করে। পরে সন্ধ্যায় সম্মেলনের শেষের দিকে নগরীর জেলা সার্কিট হাউসে কমিটি ঘোষণা করার কথা বললে দলীয় নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গাড়ি অবরোধ করে। এ সময় শিমুল গ্রুপ ও উজ্জ্বল গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি, ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে। পরে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জেলা সার্কিট হাউসে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির ৪৯ জন সদস্যের সাথে বৈঠক করেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সূত্র জানায়, এ সময় জেলা সার্কিট হাউস প্রায় ৩ শতাধিক সেনা ও দু'শ' পুলিশ ঘিরে রাখে। রাত ১টায় ভোলার চরফ্যাশনের সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম আহমেদ মুঈদ শিমুলকে সভাপতি ও নূরুজ্জামান লিখনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৮১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির কথা ঘোষণা করেন। তবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়া অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়নি। আগামী ৯ দিনের মধ্যে অন্য নাম ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এদিকে ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে জানা গেছে অন্যসব তথ্য। সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী আহমেদ মুঈদ শিমুল ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নূরুজ্জামান লিখন কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্বের কোন পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি। তবে শিমুল আইবিএ (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট) নামে যে প্রতিষ্ঠানের এমবিএ ১ম সেমিস্টারের ভর্তির কাগজ দেখিয়েছিল ওই প্রতিষ্ঠানটি আদৌ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠানটির ছাত্ররা অনিয়মিত ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অন্যদিকে লিখন ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ১৯৯৭-৯৮ মাস্টার্স সেশনের ছাত্র হলেও পর পর দু'বার অকৃতকার্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়। তবে উভয়ই বৃহস্পতি ও শুক্রবার পৃথক পৃথক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নিজেদের বৈধ ছাত্র দাবি করলেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এদিকে সার্কিট হাউসে কমিটির নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচনে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির ৪৯ জন ও ছাত্রী হলের ৩ জন প্রতিনিধিসহ মোট ৫২ জন ভোটাভুটিতে অংশ নেয়। তবে সদস্য রাশেদ আলম উজ্জ্বল ভোটদানে বিরত থাকে। এ ক্ষেত্রে ৫১ ভোটের মধ্যে আহমেদ মুঈদ শিমুল ২৬ ও আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল ২৪ ভোট পায়।

জানা গেছে, ভোট গণনার সময় ভোট কক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির ৩ জন সদস্য উপস্থিত থাকে। এ সময় অন্য কাউকে এমনকি স্থানীয় প্রতিনিধিকে থাকতে দেয়া হয়নি। অন্যদিকে ছাত্রদলের দলীয় নেতাকর্মী সূত্রে জানা গেছে, শিমুলকে সভাপতি বানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর, তারেক জিয়া, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা ও স্থানীয় শিবির নেতৃবৃন্দ এবং রাজশাহী মহানগর বিএনপির নীতিনির্ধারকদের ব্যাপক চাপ ছিল।